শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-জয়তঃ

শ্রীনাম-ভজনে বিচার ও প্রণালী

নবদ্বীপ-শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-মঠতঃ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-জয়তঃ

শ্রীনাম-ভজন বিচার ও প্রণালী

নবদ্বীপ-শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-মঠতঃ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ-জয়তঃ

পরমহংস ঠাকুর

শ্রীল কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ বিরচিত—

অপূর্ব্ব ভক্তিবিজ্ঞানগ্রন্থ

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতান্তর্গত

শ্রীনাম-ভজন বিচার ও প্রণালী

—প্রচার-সংস্করণ—

নবদ্বীপ-শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-মঠ হইতে
শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও তৎকর্ত্তৃক
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
মুদ্রিত।

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ

কোলেরগঞ্জ, পোঃ নবদ্বীপ,

জেলা নদীয়া, পঃ বঃ।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন-সঙ্ঘ (রেজিঃ)

৪৮৭ দমদম পার্ক (৩ নং পুকুরের নিকট)

কলিকাতা ৭০০০৫৫। ফোন নং ৫৭-৩২৯৩

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন-সঙ্ঘ

গৌরবাট সাহী, স্বর্গদ্বার, পুরী—পিন ৭৫২০০১

উড়িষ্যা

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত আশ্রম

গ্রাম + পোঃ হাপানিয়া, জেলা—বর্দ্ধমান।

পশ্চিমবঙ্গ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

"গুরুদং গ্রন্থদং গৌরনামদং ধামদং মুদা।
ভক্তিদং ভূরিদং বন্দে ভক্তিবিনোদকং সদা॥"
(শ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদপ্রবর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-নাম-সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সাক্ষাৎ কৃপা আমরা পাইনি কিন্তু তাঁরই অপূর্ব্ব মহিমায় মহিমান্বিত গৌরমণ্ডলের পূর্ব্বশৈল বীরনগর হইতে যে নামাচার্য্য-ভাস্কর শুদ্ধাভক্তিমন্দাকিনীর বিমলপ্রবাহে ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ করিতে করিতে শ্রেয়ঃ-কুমুদবিধুর জোৎস্নাপ্রকাশের মাধ্যমে আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনকারী শ্রীচৈতন্য-রসবিগ্রহ নামপ্রভুর মাহিমালোকে দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া "নাম নাচে জীব নাচে নাচে প্রেমধন। জগৎ নাচায় মায়া করে পলায়ন॥" এই বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন,

যাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-ধারায় প্রবাহিত হইয়া শ্রীল শ্রীধর-স্বামিপাদের আনুগত্যে সহস্র সহস্র পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের ভাগ্যবান্ জনকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কোটীচন্দ্র সুশীতল পদকমলছায়ায় আশ্রয় প্রদান করিয়াছে ও করিতেছে, যাঁহার বিরচিত ভক্তিগ্রন্থাবলী ও কীর্ত্তন-সম্পদে সমগ্রজগৎ সমৃদ্ধিমান্ হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর উড্ডীয়মান্ বিজয়-বৈজয়ন্তী-হস্তে "জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি শ্রীগৌর ভক্তবৃন্দ" এবং "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে পরমানন্দে নৃত্য করিতেছে, সেই পরমহংস ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের কৃপারশ্মি মাদৃশ অধমের প্রতিও যে সমভাবে নিরন্তর বর্ষিত হইতেছে—ইহা অনুভব করি। তাই তাঁহারই দাসানুদাসগণের অনুপ্রেরণায় তাঁহারই বিরচিত অপূর্ব্ব ভক্তিবিজ্ঞান-গ্রন্থ "শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত" হইতে নিরপরাধে শুদ্ধহরিনাম গ্রহণে আগ্রহী সৌভাগ্যবান্ সজ্জনগণের জন্য "শ্রীনামভজন বিচার ও প্রণালী" অংশটুকু প্রকাশ করিলাম। "যেন তেন প্রকারেণ" শ্রীল ঠাকুর

ভক্তিবিনোদের কৃপা-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলে শ্রীল পরমগুরুদেব ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম এঅধমের প্রতি সতত সন্তুষ্ট থাকিবেন—ইহাই আমার একমাত্র আশা-ভরসা। অলমতি বিস্তরেণ।

ইতি

শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চমী দীনাধম-প্রকাশক

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথি

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮।

বিষয়-সূচী

বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী

—:*:—

বিঃ দ্রঃ বিঃ—বিষয় সূচী। পৃঃ—পৃষ্ঠা সূচী।
শ্লোঃ—শ্লোক সূচী বুঝিতে হইবে।

Publications from Sri Chaitanya Saraswat Math

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ হইতে প্রকাশিত ও প্রাপ্তব্য গ্রন্থাবলী

1. শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (পূর্ব্ববিভাগ ও দক্ষিণ-বিভাগ) 2. শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (পশ্চিমবিভাগ ও উত্তরবিভাগ) যন্ত্রস্থ, 3. শ্রীশ্রীপ্রপন্ন জীবনামৃতম্ 4. শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত গীতা 5. শ্রীশরণাগতি, 6. কল্যাণ-কল্পতরু 7. শ্রীতত্ত্ববিবেক 8. শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য 9. শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত 10. গীতাবলী 11. পরমার্থ-ধর্ম্ম-নির্ণয় 12. উপদেশামৃত 13. অর্চ্চন কণ 14. শ্রীগৌড়ীয়-দর্শন 15. কীর্ত্তন-মঞ্জুষা 16. শ্রীকৃষ্ণ সংহিতার উপসংহার 17. শ্রীপ্রেমধাম-দেব-স্তোত্রম্ 18. অমৃত বিদ্যা 19. শ্রীগৌড়ীয় গীতাঞ্জলি 20. শ্রীগৌড়ীয়-পর্ব্বতালিকা 21. শ্রীকৃষ্ণানুশীলন-সঙ্ঘবাণী। 22. শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য 23. শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ 24.

শ্রীনামতত্ত্ব-নামাভাস ও নামাপরাধ বিচার 25. Ambrosiā in The Lives of The Surrendered Souls. 26. The Search for Śrī Kṛṣṇa : Reality The Beautiful (English. Spanish. & Italian) 27. Śrī Guru & His Grace (Eng. & Spanish). 28. The Golden Volcano of Divine Love. (Eng. & Spanish). 29. Śrī Śrimad Bhāgavad Gitā, The Hidden Treasure of The Sweet Absolute. 30. Śrī Śrī Prapanna Jivanāmritam (Life Nectar of The Surrendered Souls) 31. Loving Search For The Lost Servant 32. Relative-Worlds. 33. Śrī Śrī Prema Dhāma Deva Stotram (Beng. Hindi. Eng. Spānish. Dutch & French) 34. Reality By Itself & For Itself. 35. Levels of God Realization The Kṛṣṇa Conception. 36. Evidenciā. 37. Śrī Gaudiya Darsan. 38. The Bhāgavata. 39. Sādhu Sanga. (Monthly) 40. Lā Busquedā De Śrī Kṛṣṇa. 41. The Search 42. The

Divine Message. 43. Haridās Thākur. 44. The Guardian of Devotion. 45. Lives of The Saints 46. Subjective Evolution. 47. Ocean of Nectar.

—:*:—

Printer & Publisher:—Sri Rāma Chandra Brahmachāry
Sri Chaitanya Saraswat Printing Works
Sri Chaitanya Saraswat Math
Kolerganj, P. O.—Nabadwip
Dt. Nadia, West Bengal, India.

Available At :—

(1) Sri Chaitanya Saraswat
Math Kolerganj,
P. O. Nabadwip, Dt. Nadia,
West Bengal, India.

(2) Sri Chaitanya Saraswata
Krishnanushilana Sangha
(Regd. No.—S 46506)
487, Dum Dum park,
(OPP. tank no. 3)
Cal.—700055 Phone:—57-3293.

(3) Sri Chaitanya Saraswat Asharam
Vill. & P. O. Hapania,
Dt. Burdwan West Bengal.

(4) Sri Chaitanya Saraswata
Krishnanushilana Sangha
Gourbarsahi, Swargadwar
P. O. & Dt. Puri Orissa. india.

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধরদেব গোস্বামী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীনামভজন বিচার ও প্রণালী

প্রেমাধিকারভেদে শ্রীনামভজন-বিচার

প্রেমই জীবের প্রয়োজনতত্ত্ব। ভাবজীবন পুষ্ট হইয়া প্রেমজীবন হয়। জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে ক্রমে প্রেমমন্দির প্রাপ্ত হ'ন। অতএব

প্রেমাধিকারে দ্বিবিধ অবস্থা প্রেমারুরুক্ষু এবং প্রেমারূঢ়

প্রেমাধিকারে দুইটী অবস্থা অর্থাৎ প্রেমারুরুক্ষু অবস্থা এবং প্রেমারূঢ় অবস্থা। প্রেমারূঢ় হইলে আর তাহা হইতে উচ্চাবস্থা নাই। সেখানে অখণ্ডকৃষ্ণরসই এক অদ্বয়তত্ত্ব। আরুরুক্ষু অবস্থায় ভক্তগণ বিবিক্তা-নন্দ ও গোষ্ঠ্যানন্দভেদে দ্বিবিধ। বিবিক্তানন্দিগণ আচারপ্রিয়। গোষ্ঠ্যানন্দিগণ সর্ব্বদা প্রচারপ্রিয়। তন্মধ্যে কেহ কেহ উভয় প্রিয়ভাবে আনন্দভোগ করেন (১)। ভগবৎশ্রবণই প্রেমভক্তের আচার। ভগবন্নামকীর্ত্তনই প্রেমভক্তের প্রচার কার্য্য।

আরুরুক্ষু অবস্থায় প্রেমভক্তগণ একান্ত কৃষ্ণভক্ত। একান্ত শরণাগতিই তাঁহাদের সাধারণ লক্ষণ (২)। শ্রীমদ্ভাগবতে এবং গীতায় একান্ত শরণাগতদিগের বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। একান্ত শরণাগত না হইলে প্রেমপ্রাপ্তি দূরে থাকুক, ভাবও উদয় হয় না। প্রেমভক্তির যাহা অনুকূল হয়, তাহাই মাত্র একান্ত শরণাগতের স্বীকার্য্য। যাহাই প্রতিকূল হয়, তাহাই ভক্তের বর্জ্জনীয়। কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, আর কোন কার্য্যদ্বারা রক্ষা নাই বা আর

শরণাগতের লক্ষণ ভক্তির অনুকূল স্বীকার ও প্রতিকূল ত্যাগ

---

(১) শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে সনাতন প্রভু বলিয়াছেন :—

আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ না করে আচার॥
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য॥ চৈঃ চঃ অন্ত্য

(২) সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
গী ১৮।৬৬

কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই, এইমাত্র একান্তভক্ত বিশ্বাস করেন। কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র পালনকর্ত্তা, একথায় আর তাঁহাদের কোনপ্রকার সন্দেহ হয় না। আমি নিতান্ত দীন ও হীন বলিয়া ভক্তগণ সুদৃঢ় সরল বিশ্বাস করেন। আমি কিছুই করিতে পারি না; কৃষ্ণ-ইচ্ছা ব্যতীত কেহ কিছুই করিতে পারেন না, এটী একান্ত ভক্তেয় বিশ্বাস (৩)।

শ্রীনামের অনন্যভাবে আশ্রয় গ্রহণ

একান্ত শরণাগত ভক্তগণ ভক্তির সমস্ত অঙ্গের মধ্যে শ্রীনামকে অনন্যভাবে আশ্রয় করেন। শ্রীনামের স্মরণ-কীর্ত্তনেই তাঁহাদের অধিক রুচি (৪)। ভগবন্নাম যেরূপ বিশুদ্ধ

মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥

ভাঃ ১১।১২।১৫

(৩) আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

পাদ্মে

চিন্ময়, সেরূপ অন্য ভজনাঙ্গ সহজে হয় না। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে ঐকান্তিক কৃত্যের মধ্যে নামের স্মরণকীর্ত্তনের অধিক মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন

নাম-নামী অভেদ

(৫)। শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে: কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণে কিছুমাত্র ভেদ নাই। যেহেতু নাম চিন্তামণিতত্ত্ব। কৃষ্ণের চৈতন্য-রসবিগ্রহরূপে নামের উদয় হইয়াছে (৬)।

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা, বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥ তত্রৈব

(৪) গর্ভ-জন্ম-জরা-রোগ-দুঃখ-সংসার-বন্ধনৈঃ।
ন বাধ্যতে নরো নিত্যং বাসুদেবমনুস্মরন্ ॥

(৫) এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্নরোচতে ॥
ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ঠশ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
স্যাদিচ্ছৈষাং স্বমন্ত্রেণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ ॥
বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হি তে ॥

(৬) নামশ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

পাদ্মে

কৃষ্ণস্বরূপ অনুভব ও নামের স্বরূপ অনুভব প্রাপ্ত হইতে যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি

শ্রীনামের স্বরূপজ্ঞানই চিৎস্বরূপ অনুভব করিতে যত্ন ভজনোন্নতির হেতু করিবেন। যে পর্য্যন্ত চিত্তত্ত্বের স্বরূপ অনুভূতি না হয়, সে পর্য্যন্ত

সাধক ভজনচতুর হইতে পারেন না। সুতরাং সাধনের যে সাধ্যবস্তু প্রাপ্তি, তাহা কিরূপে হইতে পারে? চিত্তত্ত্বের স্বরূপজ্ঞানপ্রাপ্তিই ভজনোন্নতির একমাত্র হেতু (৭)। এই স্থানে তদ্বিষয় কিছু বিচার করিতেছি।

জীব চিৎকণ, কৃষ্ণধাম চিজ্জগৎ, কৃষ্ণ চিৎসূর্য্য, কৃষ্ণভক্তি চিৎপ্রবৃত্তি, কৃষ্ণনাম চিদ্রসবিগ্রহবিশেষ এই সমস্ত কথা আমরা পূর্ব্বে অনেক স্থলে বলিয়াছি ও শাস্ত্রবাক্যের প্রমাণ দিয়াছি। এখন প্রেমারুরুক্ষু মহাত্মাদিগের সহিত চিত্তত্ত্বের কিছু আলোচনা করিয়া আত্মপ্রসাদপ্রাপ্তির যত্ন করিব। আমাদের সুকৃতি থাকিলে চিৎসুখ হৃদয়ে উদয় হইবে। চিন্মাত্র

---

(৭) জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥ তন্ত্রে

উপলব্ধিরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে আমাদের রুচি হয় না, কেননা তাহাতে চিদ্বস্তুর ক্রিয়াবিলাস নাই (৮)।

কলিযুগপাবনাবতার বেদকে প্রমাণ বলিয়া তাঁহাতেই নব প্রমেয় দেখাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই বিষয় বিস্তৃতরূপে লক্ষিত হয়। জীব চিৎকণ, তাহা বেদপ্রমাণে স্থির হইয়াছে। কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের কিরণকণ বলিয়া জীবের চিৎকণত্ব সিদ্ধ হয় (৯)। কৃষ্ণে ও জীবে বস্তুতঃ চিৎ-স্বরূপত্ব অবশ্য লক্ষিত হয়। ভেদ এই যে, কৃষ্ণ সূর্য্যস্বরূপ এবং জীব তাহার কিরণকণ। কৃষ্ণ মহেশ্বর। জীব তাঁহার নিত্যদাস। কৃষ্ণধাম পরব্যোম বা গোলোক সাক্ষাৎ চিন্ময়ধাম, তাহাতে

দশমূল

কৃষ্ণ অর্কস্বরূপ

জীব কিরণকণ

(৮) যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূৎ
কিংবন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥

ভাঃ ৪।৯।১০

আর সন্দেহ নাই। বৈকুণ্ঠ চিজ্জগৎ প্রভৃতি নামে সেই চিন্ময়ধাম অভিহিত হইয়াছে (১০)। বাজসনেয় উপনিষদে কৃষ্ণস্বরূপের শুদ্ধ চিন্ময়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে (১১)। সেই পরমেশ্বর পরব্রহ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যা

---

(৯) যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি।
এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি॥
তস্য

বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবতঃ।
ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্॥
বৃঃ আঃ ২।১।২০

(১০) দিব্যে পুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।
মুণ্ডকে ২।৭

(১১) সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যথা-
তথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥
ঈশোপনিষদি

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। কঠ
"শ্যামং প্রপদ্যে।" ছান্দোগ্যে ৮।১৩।১

কৃষ্ণস্বরূপ শুদ্ধ চিন্ময় ভক্তিচিদ্রস

শক্তির বিষয় শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত আছে (১২)। ভক্তি যে চিদ্রস, তাহা মুণ্ডকে কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণই সর্ব্বভূতের প্রাণস্বরূপ তাহা জানিয়া বিদ্বান্ অতিবাদ—শুষ্ক জ্ঞান ও তর্ক পরিত্যাগ করতঃ আত্ম ক্রীড় হ'ন (১৩) শুদ্ধজ্ঞানদ্বারা তাঁহাকে জানিয়া ধীর পুরুষ প্রজ্ঞা অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির অনুশীলন করেন। তাহা যিনি করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি তাঁহাকে না জানিয়া এই লোক পরিত্যাগ করিবেন, তিনি কৃপণ অর্থাৎ শোচ্য। যিনি জ্ঞাত হইয়া যান, তিনিই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব (১৪)। ভক্তির স্বরূপ এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। হে মৈত্রেয়ি! আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসনের

---

(১২) পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। শ্বেঃ ৬।৮

(১৩) প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষু
ব্রহ্মবিদ্যাং বরিষ্ঠঃ॥ মুণ্ডক ৩।১।৪

যোগ্য। সেই আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, ধ্যাত ও বিজ্ঞাত হইলে সকলই বিদিত হয়। সেই আত্মা (কৃষ্ণ) পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়, যেহেতু সকলেরই তিনি অন্তর্য্যামি আত্মা। যত কাম আছে, সে সকল প্রিয় নয়। আত্মকাম হইতেই কৃষ্ণের সহিত জীবের সকল বিষয় প্রিয় হয় (১৫)।

নিত্যসুখসম্বন্ধই প্রেম

অতএব কৃষ্ণের সহিত জীবের যে নিত্যসুখসম্বন্ধ তাহারই নাম প্রেম। প্রেম পূর্ণ চিৎস্বরূপতত্ত্ব।

এই দৃশ্যমান জড়জগতের সহিত চিত্তত্ত্বের প্রকৃত সম্পর্ক কি? যথার্থ সম্বন্ধজ্ঞান হইলে ভক্তিরূপে প্রজ্ঞার উদয় হয়। চিত্তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা অনেক সময় ভ্রান্ত হইয়া পড়ি। বিশেষ যুক্তি

---

(১৪) তমেব ধীরো বিজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ।

এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মলোকাৎ
প্রৈতি স কৃপণোঽর্থ য এতদক্ষরং গার্গি
বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

বৃহদারণ্যকে ৩৮।৪

যুক্তি অকর্ম্মণ্য

করিতে করিতে স্থির করি যে, চিত্তত্ত্ব জড়তত্ত্বের বিপরীত তত্ত্ব। যুক্তিকে পোষণ করিতে করিতে চিদ্রসস্বরূপ পরমতত্ত্বকে দূরে রাখিয়া একটী অস্ফুট চিদাভাসরূপ অসম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্রহ্মের কল্পনা করিয়া নিশ্চিন্ত হই। চিন্মাত্র ব্রহ্মের কল্পনা হইল। তখন ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিকার, নিরবয়ব, গুণশূন্য, প্রেমশূন্য একটী খপুষ্পপ্রতীতির ন্যায় অনির্ব্বচনীয় বস্তুরূপে লক্ষিত হ'ন। আর আমরা সেই চিন্মাত্রের গুণক্রিয়ারূপ নাম জানিতে অক্ষম হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্যলাভ করি। এই জন্যই জগতে ঐ শুষ্কজ্ঞানদ্বারা জীবের

---

(১৫) "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো
নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে
দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্॥"
"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ো-
ঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়ং আত্মা।
ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।
আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।"

বৃহদারণ্যকে ৪।৫।৬৮।

মহা উৎপাত ঘটিয়া থাকে। তাহা ব্যাস-নারদ-সংবাদে জানা যায়।(১৬)

শুদ্ধচিদাভাসরূপে প্রতিভাত চিন্মাত্রব্রহ্মে আবদ্ধ থাকিলে আর পরব্রহ্মের চিদ্বিলাস জানিতে পারিব না, ইহা নিশ্চয় হইতেছে। ভাই! অগ্রসর হও।

চিদ্বিলাস

চিন্মাত্রপ্রতিভা ভেদ করিয়া চিদ্ধামে প্রবেশ কর। তথায় পরব্রহ্ম ও তদীয় চিদ্বিলাস দেখিতে পাইবে। তখন অখণ্ডব্রহ্মরস কি বস্তু, তাহার আস্বাদন পাইবে। শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় আত্মার রূপগতি আর করিবে না(১৭)। মুণ্ডক বলেন যে, আত্মবিৎ পুরুষগণ প্রকৃতির পরতত্ত্বস্বরূপ হিরণ্ময় অর্থাৎ শুদ্ধ চিন্ময় প্রকোষ্ঠে রজোগুণনির্লিপ্ত নিষ্কল অর্থাৎ বিশুদ্ধ পরব্রহ্ম বিরাজমান। প্রাকৃত জ্যোতির অতীত কোন অপ্রাকৃত জ্যোতিদ্বারা তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলার

---

(১৬) নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ ভাঃ ১।৫।১২

প্রকাশ। জড়জগতে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ ও অগ্নি সে চিদ্ধামে আলোক দিবার যোগ্য নয়। চিদ্ধামের যে জড়াতীত চিদালোক, তাহাই সেই ধামের প্রকাশক। সেই আলোকের কুণ্ঠিতপ্রতিফলন-স্বরূপ জড়ায় আলোকদাতা চন্দ্র-সূর্য্যাদিকে আমরা আলোকদাতা বলিয়া মনে করি। বস্তুতঃ তাহা নয়। ছান্দোগ্যে ব্রহ্মপুরবর্ণনে এই বিষয় বিস্তৃত বর্ণিত হইয়াছে। চিদালোক-প্রকাশিত চিজ্জগৎই এই জড়জগতের আদর্শ। তথায় হেয়মাত্র নাই। উপাদেয়ই তথাকার সুখজনক ব্যাপার। সেই আদর্শের হেয় প্রতিফলনমাত্র এই

জড়জগৎ চিদ্ধামের হেয় প্রতিফলনমাত্র

---

(১৭) হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্মনিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যাত্মবিদো বিদুঃ ॥
ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমে বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥

মুণ্ডকে ৩।২।১০,১১

জড়জগৎ চতুর্দ্দশলোক। সেই আলোকের প্রতিফলিত স্থূলসূর্য্যাদি এবং সূক্ষ্মপ্রতিফলনই মনোবুদ্ধিঅহঙ্কারগত জড়জ্ঞানালোক। স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্থূল সূর্য্যাদিকে জ্যোতিঃ মনে করি। সূক্ষ্ম মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার-উদ্ভাসিত অষ্টাঙ্গযোগপ্রণালীদ্বারা জড়জ্ঞানকে বহুমানন করি। এই সমস্তই জড়বদ্ধজীবের নৈসর্গিক কার্য্য-বিশেষ। নারদ-উপদেশে দ্বৈপায়ন ঋষি যে আত্মগত সহজসমাধি অবলম্বন করেন, তদ্দ্বারা তিনি পরম-পুরুষের নাম-রূপ-গুণ ও লীলা সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইলেন (১৮)। পরা শক্তির ছায়া যে মায়া তাহাকেও পরতত্ত্বের অপাশ্রয়রূপে জানিতে পারিলেন। সেই মায়াদ্বারা মোহিত জীবরূপ চিত্তত্ত্বের অনর্থ বুঝিতে

---

(১৮) ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥

ভাঃ ১।৭।৪-৬

পারিলেন। ভক্তিযোগরূপ সহজসমাধিদ্বারা সেই জীবের স্বস্বরূপপ্রাপ্তি হয় ইহাও অবগত হইয়া ভগবানের চিল্লীলা-প্রকাশক সাত্বতসংহিতারূপ শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। জীবের স্বস্বরূপ-ভ্রম এবং কৃষ্ণস্বরূপভ্রম, ইহাই অনর্থ।

অনর্থ হইতে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা

সেই অনর্থ হইতে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা এবং তৎক্রমে মায়িক-চক্রে কর্ম্মমার্গে প্রবেশ। তন্নিবন্ধন সুখদুঃখময় সংসার। কর্ম্মমার্গের অষ্টাঙ্গযোগ ও জ্ঞানমার্গের সাংখ্য-বিচারদ্বারা অতন্নিরসনরূপ জড়ীয়জ্ঞানজনিত যুক্তির বহির্ম্মুখ চেষ্টা নিবৃত্ত হইয়া যখন শুদ্ধভক্তি-যোগের আশ্রয় লওয়া যায়, তখই জীবের সহজ-সমাধির দ্বারা শুদ্ধজ্ঞানালোকে সকল তত্ত্ব পরিষ্কৃত হয়। জড়সুখাদিতে তুচ্ছজ্ঞান হয় এবং কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। তদ্দ্বারাই চিৎসূর্য্যস্বরূপ কৃষ্ণের কৃপা হয়। এই কৃপাবল ব্যতীত অনর্থনাশ এবং আত্মোন্নতি লাভের অন্য উপায় নাই (১৯)।

---

(১৯) নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গে সরল বিশ্বাসই সহজসমাধির মূল কারণ। দ্বৈপায়ন ঋষির শুভদিন উদয় হইলে সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা ও শুষ্কজ্ঞানকাণ্ডের ব্যবস্থার প্রতি সংশয় উপস্থিত হইল। তাঁহার গুরুদেব শ্রীনারদ গোস্বামীর প্রশ্নমতে তিনি তাঁহাকে কহিলেন,—হে প্রভো! আপনার কথিত সমস্ত জ্ঞানলাভ আমার হইয়াছে বটে; তথাপি আমার আত্মা কেন পরিতুষ্ট হয় না! হে ব্রহ্মনন্দন! এই অবস্থায় যে দুর্ব্বোধ্য অব্যক্ত মূল আছে, তাহা আপনি বলুন। আমি অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি (২০)

ব্যাস-নারদ-সংবাদ

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন
চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্
তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥

মুণ্ডকে ৩।২।৩,৪

তখন শ্রীনারদ গোস্বামী কহিলেন, হে ব্যাস! তুমি অন্যান্য পুরাণে, বেদান্তসূত্রে, শ্রীমহাভারতে ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটি অর্থ যেরূপ বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছ, সেরূপ ভগবানের নির্ম্মল চিন্ময়লীলার উদয়চেষ্টা কর নাই। তজ্জনই তোমার নিজ ক্ষুদ্রতা-নিবন্ধন তুষ্টি লাভ করিতেছ না। বদ্ধজীবের সম্বন্ধে স্বধর্ম্ম বলিয়া বর্ণাশ্রমের যে অতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, তাহাতে মহাব্যতিক্রম হইয়াছে। ঐরূপ ঔপাধিক স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যদি কেহ হরিভজন করে এবং অপক্ক অবস্থায় পতিত হয়, তাহাতেই তাহার কি অভদ্র হইতে পারে? সেই ঔপাধিক স্বধর্ম্মনিষ্ঠায় থাকিয়া যে হরিভজন না করিল, তাহাতেই বা তাহার কি দুর্ল্লভ অর্থলাভ হইল (২১)? এই উপদেশে জানা যায় যে, হরিভজন বিনা অন্য উপায় নাই। একান্ত

---

(২০) অস্ত্যেব মে সর্ব্বমিদং ত্বয়োক্তং
তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতে মে।
তন্মূলমব্যক্তমগাধবোধং
পৃচ্ছাম হে ত্বাত্মভবাত্মভূতম্ ॥

ভাঃ ১।৫।৫

নামাশ্রয়স্বরূপ হরিভজনে জীবের সমস্ত লাভ হইয়া থাকে (২২)

শ্রীব্যাসদেব এই ভক্তিযোগের সাহায্যে সহজ-সমাধি আশ্রয় করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণভক্তিই আত্মার নিত্য সহজ ধর্ম্ম

এই সমাধিকে সহজ-শব্দে অভিহিত করার তাৎপর্য্য এই যে. জীবাত্মার পক্ষে কৃষ্ণভক্তিই

---

(২১) ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বা ভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥
ভাঃ ১।৫।১৭

(২২) এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানু-
কীর্ত্তনম্॥ ভাঃ ২।১।১১

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্
পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।
ভাঃ ৬।৩।২২

অত্যন্ত সহজ। আত্মার নিত্যধর্ম্ম বলিয়া তাহাকেই জৈবসহজধর্ম্ম বলা যায়। সহজধর্ম্মের প্রক্রিয়া এই।

জীব যে সময় দেখেন যে, কর্ম্মমার্গদ্বারা আম'র কোন নিত্যলাভ হইবে না। অষ্টাদশ অবরকর্ম্ম-যজ্ঞই হউক বা অষ্টাঙ্গ-যোগাদি সূক্ষ্মযোগ-যজ্ঞই হউক, ইহাতে আমার নিজ স্বধর্ম্ম যে কৃষ্ণদাস্য তাহা কখনই লাভ হইবে না। আবার লিঙ্গশরীরের চেষ্টারূপ জড়ীয় জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক চিন্মাত্রোদ্দেশক ক্ষুদ্রজ্ঞানেও আমার নিত্যলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই (২৩) তখন অন্য উপায় না দেখিয়া সাধুগুরুকৃপায় জীব ক্রন্দন করিয়া বলেন, "হে কৃষ্ণ হে পতিতপাবন! আমি তোমার নিত্যদাস, সংসারসমুদ্রে পড়িয়া ক্লেশ পাইতেছি; প্রভো, কৃপা করিয়া আমাকে

শ্রীকৃষ্ণের শরণ

(২৩) পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো-
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতে ন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

মুণ্ডক ১।২।১২

ভবদীয় চরণধুলিতে আশ্রয় দেও (২৪)। তখন কৃপাময় প্রভু জীবকে স্বচরণে তুলিয়া লইয়া আদর করেন।

সাধুসঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তন

সরল পুলকাশ্রু সহকারে কৃষ্ণনাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে করিতে ভাব-জীবন আসিয়া উদিত হয়। কৃষ্ণ হৃদয়ে বসিয়া হৃদয়ের সকল অনর্থ দূর করিয়া হৃদয়কে অমল করতঃ তাহাতে স্বীয় প্রেম কৃপাপূর্ব্বক অর্পণ করেন। এই অবস্থায় যাঁহাদের শরণাগতির অভাব হয়, তাঁহারা দম্ভপূর্ব্বক নিজ চেষ্টায় কুটসমাধি-অভ্যাসে হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া প্রেমলাভে বঞ্চিত হ'ন। বিশেষ সতর্কতা সহকারে দৈন্য ও আত্মনিবেদনদ্বারা হৃদয়ে কৃষ্ণকে আনিতে হয়। তখন জড়ীয়যুক্তিচেষ্টা একেবারে দূরীভূত হইয়া আত্মচক্ষু উন্মীলিত হইলে ভগবত্তত্ত্বদর্শন হয়। অসৎসঙ্গপরিত্যাগ ও সৎসঙ্গে আদর থাকিলে

---

(২৪) অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥ শিক্ষাষ্টকে

এই কার্য্যে নির্বন্ধিনী মতি জন্মিয়া নিষ্ঠাদিক্রমে ভাবোদয় হয়। কুটিল অন্তঃকরণ ব্যক্তির কুমার্গগতিই অবশ্যম্ভাবী (২৫)।

প্রেমারুরুক্ষু ব্যক্তি সরলভাবে সাধুসঙ্গে কেবল নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিয়া থাকেন। ভক্তির অন্যান্য অঙ্গে তাঁহাদের রুচি হয় না। নামে চিত্তের একাগ্রতা

চিত্ত নির্ম্মলতার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাকৃত উপলব্ধি

অল্পদিনে সাধিত হইলে অনায়াসে যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও প্রত্যাহারের ফল উদিত হয়। তত্তদঙ্গ কিছু না করিয়াও নামের কৃপায় চিত্তনিবৃত্তিরোধরূপ ফল ঘটিয়া থাকে। চিত্ত যত নির্ম্মল হয়, ততই অপ্রাকৃত জগতের বৈচিত্র উদিত হয়। তাহাতে এত

---

(২৫) অকুটিলমূঢ়ানাং ভজনাভাসেনাপি কৃতার্থত্বমুক্তম্। কুটিলানান্তু ভক্ত্যনুবৃত্তিরপি ন ভবতীতি ॥

(ভাঃ ৩।১৯।৩৬)

অতএব আহ তং সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্যশরণৈর্নৃভিঃ
কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবতে দুরারাধ্যমসাধুভিঃ ॥

ভক্তিসন্দর্ভঃ ১৫৩ অনু

সুখ হয় যে, অন্য কোন উপায়ে সে সুখের কণাও লাভ করিতে পারা যায় না (২৬)। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত জীবের কোন বাঞ্ছনীয় ধন নাই।

নাম চিন্ময় বস্তু। নামের সদৃশ জ্ঞান, নামের সদৃশ ব্রত, নামের সদৃশ ধ্যান, নামের সদৃশ ফল, নামের সদৃশ ত্যাগ, নামের সদৃশ শম, নামের সদৃশ পূণ্য, নামের সদৃশ গতি আর

নাম চিন্ময় ও কুত্রাপি নাই। নামই পরমা

পরমারাধ্য বস্তু গতি, নামই পরমা শান্তি, নামই পরমা স্থিতি, নামই পরমা ভক্তি, নামই পরমা মতি, নামই পরমা প্রীতি, নামই পরমা স্মৃতি, ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিবে। নামই জীবের কারণ, নামই জীবের প্রভু, নামই পরমারাধ্য বস্তু। নামই পরম গুরু (২৭)

---

(২৬) তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্‌ভ্রমতামুপর্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥

ভাঃ ১।৫।১৮

বেদশাস্ত্রে নামের চিন্ময়ত্ব ও সর্ব্বতত্ত্বাধিকত্ব বর্ণন করিয়াছেন (২৮)। হে ভগবন্, তোমার নাম বিচার-পূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম বলিয়া আমরা

নামভজনে দেশকালের ভজনা করি। নামভজনে কিছু

নিয়ম নাই মাত্র নিয়ম নাই। নাম সকল সৎকর্ম্মের অতীত। চিৎস্বরূপ বস্তু। তেজঃস্বরূপ প্রকাশক। সেই নাম হইতে সমস্ত বেদাদির আবির্ভাব হইয়াছে। পরমানন্দস্বরূপ অর্থাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ নামকে আমরা সুষ্ঠু ভজনা করিতে

---

(২৭) ন নামসদৃশং জ্ঞানং ন নামসদৃশং ব্রতম্।
ন নামসদৃশং ধ্যানং ন নামসদৃশং ফলম্ ॥
ন নামসদৃশস্ত্যাগো ন নামসদৃশঃ শমঃ।
ন নামসদৃশং পুণ্যং ন নামসদৃশী গতিঃ ॥
নামৈব পরমা শান্তির্নামৈব পরমা স্থিতিঃ।
নামৈব পরমা ভক্তির্নামৈব পরমা মতিঃ ॥
নামৈব পরমা প্রীতির্নামৈব পরমা স্মৃতিঃ।
নামৈব কারণং জন্তোর্নামৈব প্রভুরেব চ ॥
নামৈব পরমারাধ্যো নামৈব পরমো গুরুঃ ॥

(আদিপুরাণে)

পারি। আত্মস্বরূপাপেক্ষা সুজ্ঞেয়! নামই শোভন-বিদ্যারূপ, সুতরাং সাধন ও সাধ্যবস্তুরূপে উক্ত। আপনি পরম পূজ্য, আপনার পদস্বরূপ। আমরা ভূয়োভূয়ঃ সেই চরণারবিন্দো নমস্কার করি। আত্মশ্রেয়ঃ সাধনের জন্য পরস্পর এই নামতত্ত্ব লইয়া বিচার করেন এবং ইহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করেন। আপনার নাম চৈতন্যস্বরূপ জানিয়া তাঁহারা নাম হইতে বেদাদি ধারণ করেন। আপনার যশঃ-নিঃসৃত কীর্ত্তনস্বরূপ নামগান-শ্রবণে আপন ভক্তগণ সর্ব্বদা গান করেন।

(২৮) ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন মহস্তে
বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে, ওঁ তৎসৎ।
ওঁ পদং দেবস্য মনসা ব্যন্তঃ
শ্রবস্যবশ্রব আপন্নমৃক্তম্।
নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ানি
ভদ্রায়ান্তে রণয়ন্তঃ সংদৃষ্টৌ।
ওঁ তমুস্তোতারঃ পূর্ব্বং যথাবিদ ঋতস্য
গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন্ আস্য জানন্তো নাম
চিদ্বিবিক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥

শ্রুতিঃ।

তাঁহারা তাহাতে পবিত্র হ'ন। নামই সৎ। সত্যস্বরূপ বেদের মাতা সারভূত সচ্চিদানন্দঘন। "হে বিষ্ণো! তোমায় স্তব করিতে আমরা নামের কৃপায় সমর্থ হই। কেবল তোমার নামই ভজনা করিব।" শ্রীমহাপ্রভু

শিক্ষাণ্টক

নামের মাহাত্ম্য বলিয়াছেন নিজ শিক্ষাষ্টকে (২৯)। নামে যেরূপ ভজনক্রম আছে, তাহাও অষ্ট-শ্লোকে আভাস দিয়াছেন। দশটি নামাপরাধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নামভজন করিতে হইলে 'তৃণাদপি

---

(২৯) চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥
(শিক্ষাষ্টকে)

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥
(শিক্ষাষ্টকে)

সুনীচেন' শ্লোকের দ্বারা তাহার লক্ষণ বলিয়াছেন। অহৈতুকী ভক্তির সহিত নামভজন করিতে হয়, তাহাও 'ন ধনং ন জনং' শ্লোকে বলিয়াছেন।

নামভজন-প্রণালী ব্যাখ্যাও হইয়াছে

বিজ্ঞপ্তি কিরূপ হয়' তাহা "অয়ি নন্দ-তনুজ" শ্লোকে বলিয়াছেন। ব্রজভজনে যেরূপ সম্ভোগ বিপ্রলম্ভরসে শ্রীমতীর অনুগত হইয়া ভজন করিতে হয়, তাহা শেষ দুই শ্লোকে বলিয়াছেন। শাস্ত্রে নামের মাহাত্ম্য এত বলিয়াছেন যে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সে-সকল বলিতে গেলে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ন্যায় গ্রন্থ বৃহৎ হইয়া পড়ে। আমরা নামের মাহাত্ম্য আর না বলিয়া এখন নামের ভজনপ্রণালী কিঞ্চিৎ বলিব।

নাম-ভজনের পূর্বে নামের স্বরূপ জ্ঞান

প্রেমারুরুক্ষু পুরুষগণ নামভজনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্ব হইতেই কএকটী কথা স্মরণ করিয়া রাখেন। প্রথমতঃ তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যে, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণনামের স্বরূপ, কৃষ্ণসেবার স্বরূপ, কৃষ্ণদাসের স্বরূপ নিত্যমুক্ত, চিন্ময়। কৃষ্ণ ও তদীয় ধাম ও লীলাপরিকর

ও নিজের স্বরূপজ্ঞান সমস্ত চিন্ময় ও মায়াতীত। সেবা-
আবশ্যক। সম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রাকৃত নাই।
কৃষ্ণের পীঠ, গৃহ, উদ্যান, বন,
যমুনা এবং সমস্ত দ্রব্যই চিন্ময়; সুতরাং অপ্রাকৃত।
তাঁহারা আরও জানেন যে, এই বিশ্বাস জড়ীয় অন্ধ-
বিশ্বাস নয়, এই বিশ্বাস পরম সত্য ও নিত্য। এ
জগতে এই সকলের স্বরূপ বস্তুতঃ প্রকাশ পায় না।
তত্তদভিমান শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে স্বরূপতঃ নিত্য থাকিতে
পারে। এখানে সাধনের ফলই স্বরূপসিদ্ধি। যাঁহাদের
স্বরূপসিদ্ধি হয়, তাঁহাদিগের অবিলম্বে কৃষ্ণকৃপায়
বস্তুসিদ্ধি হইয়া উঠে। এখানে সেই পরমসিদ্ধ বস্তুর
আভাসমাত্র সাধনফলে উদিত হয়। ইহার প্রাথমিক
প্রথাই মুক্তি (৩০)। চরম প্রথা প্রেম।

—:*:—

(৩০) মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥

ভা ২।১০।৬

শ্রীনামভজনপ্রণালী

অপ্রাকৃত-তত্ত্বের স্বরূপবোধই স্বরূপসিদ্ধি। ইহার নাম প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান। সম্বন্ধজ্ঞান হইলে প্রেম-অনুশীলনরূপ অভিধেয় ও প্রেম-প্রাপ্তিরূপ প্রয়োজন লাভ হয়। কৃষ্ণের চিন্নাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় গুণ, চিন্ময় লীলা প্রেমান্তর্গত প্রয়োজনবিশেষ। প্রশ্নোপনিষদে ভগবন্নামভজন নির্ণীত হইয়াছে (১)। এই জগতে নামরূপে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অক্ষরাত্মক হইলেও নাম কৃষ্ণাবতারস্বরূপ নামবলে অক্ষরাত্মক নামও অপ্রাকৃত কৃষ্ণাবতারবিশেষ (২)।

---

(১) ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং স
সামভির্যৎ তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্
যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি।
তেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।
ব্রহ্মণো নাম সত্যম্॥

প্রশ্নোপনিষৎ ৫।৭

নামনামি-অভেদ-বিচারে নামরূপে শ্রীকৃষ্ণ গোলোক-বৃন্দাবন হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণনামই কৃষ্ণের প্রথম পরিচয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তিসঙ্কল্পে জীব কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিবেন। শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামীর প্রিয়-শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী হরিনামার্থনির্ণয়ে লিখিয়াছেন। অগ্নিপুরাণে ;—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা

(১) "ওঁকার এবেদং সর্ব্বং ওমিত্যেদক্ষরমিদং সর্ব্বম্।
সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি।
ওঁকারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ॥"

ভগবৎসন্দর্ভে।

অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব
বর্ণরূপেণাবতারোঽয়মিতি।
তস্মাৎ নামনামিনোরভেদ এব।

শ্রুতৌ।

ওঁমিত্যেতদ্‌ব্রহ্মণো নেদিষ্টং
নাম যস্মাদুচ্চার্যমাণ এব
সংসারভয়াত্তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তার ইতি।"

ভগবৎসন্দর্ভ ৪৮

ন সংশয়ঃ (৩) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ; -হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। যে রটন্তি হীদং নাম সর্ব্বপাপং তরন্তি তে॥ তৎসংগ্রহকারকঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুঃ। 'শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে কৃষ্ণেতি কর্ণকাঃ। মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাজ্ঞয়া॥' অতএব শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যচরিতামৃতে এবং চৈতন্যভাগবতে, "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরময় নামমালা গ্রহণ করিতে জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন।

ষোল নামের অর্থ শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী এই ষোল নামের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। হরি শব্দোচ্চারণে দুষ্টচিত্তব্যক্তির সমস্ত পাপ দূরীভুত হয়। অগ্নি যেরূপ

---

(৩) হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ॥
বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্ঘনানন্দবিগ্রহম্।
হরত্যবিদ্যাং তৎ কার্য্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ

অথবা সর্ব্বেষাং স্থাবরজঙ্গমাদিনাং তাপত্রয়ং হরতীতি হরিঃ। যদ্বা দিব্যসদ্গুণশ্রবণকথনদ্বারা

অনিচ্ছায় স্পৃষ্ট হইলেও দহন করে, তদ্রূপ অনিচ্ছায় হরি বলিলে সর্ব্ব পাপ দগ্ধ হয়। ঐ হরিনাম চিদ্ঘনানন্দ-বিগ্রহরূপ ভগবত্তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া অবিদ্যা ও তৎকার্য্যকে ধ্বংস করেন। এই কার্য্যদ্বারা হরিনাম

সর্ব্বেষাং বিশ্বাদীনাং মনো হরতীতি। যদ্বা, স্বমাধুর্য্যেন কোটিকন্দর্পলাবণ্যেন সর্ব্বেষামবতারাদীনাং মনো হরতীতি। হরি-শব্দ-সম্বোধনে হে হরে। অথবা ব্রহ্মসংহিতায়াম্—

স্বরূপপ্রেমবাৎসল্যৈর্হরের্হরতি যা মনঃ।
হরা সা কথ্যতে সদ্ভিঃ শ্রীরাধা বৃষভানুজা॥
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণহ্লাদস্বরূপিণী।
ততো হরেত্যনেনৈব রাধেতি পরিকীর্তিতা॥

ইত্যাদিনা শ্রীরাধাবাচক হরা শব্দস্য সম্বোধনে হরে। আগমে—

কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চানন্দস্বরূপকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণরিত্যভিধীয়তে॥

বৃহদ্গৌতমীয়ে ;—

কৃষ্ণশব্দঃ সৎপুমর্থঃ শক্তিরানন্দরূপিণী।
এতদ্যোগাৎ সবিকারং পরঃ ব্রহ্ম তদুচ্যতে॥

হইয়াছে। অথবা স্থাবর-জঙ্গম সকলেরই তাপত্রয় হরণ করায় হরিনাম। অথবা অপ্রাকৃত সদ্গুণ-শ্রবণ-

---

ব্রহ্মসংহিতায়াম্ ;—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥
আনন্দৈকসুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্যতে ॥
কৃষ্ণ-শব্দস্য সম্বোধনে কৃষ্ণ।

আগমে—

রাশব্দোচ্চারণাদ্দেবি বহির্নির্যান্তি পাতকাঃ।
পুনঃ প্রবেশকালে তু মকারস্তু কপাটবৎ ॥
রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥

পুরাণে ;—

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রাম-পদেনৈব পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥

কিঞ্চ, পুরাণে ;—

বৈদগ্ধীসারসর্ব্বস্বমূর্ত্তিলীলাধিদেবতাম্।
শ্রীরাধাং রময়ন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে ॥

কথনদ্বারা সমস্ত বিশ্বাদির মন হরণ করেন। অথবা, স্বীয় কোটিকন্দর্পলাবণ্য স্বমাধুর্য্যদ্বারা সমস্ত লোকের ও অবতারাদির মন হরণ করেন। হরি-শব্দের সম্বোধনে 'হরে'-শব্দ প্রয়োগ। অথবা, ব্রহ্মসংহিতা-মতে স্বরূপপ্রেমবাৎসল্য দ্বারা হরির মন যিনি হরণ করেন, সেই 'হরা'-'শব্দবাচ্য' বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার নাম সম্বোধনে হরে। কৃষ্ণ-শব্দার্থ আগম-মতে—কৃষ্ ধাতুতে 'ণ' প্রত্যয়ে যে 'কৃষ্ণ' শব্দ হয়, তাহাই আকর্ষক, আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণই পরব্রহ্ম। কৃষ্ণ-শব্দের সম্বোধনে কৃষ্ণ। আগমে বলিয়াছেন, হে দেবি! 'রা'-শব্দোচ্চারণে পাতকসকল দূর হয় এবং পুনঃ প্রবেশ করিতে না পারে, এই জন্য 'ম'-কাররূপ কপাটযুক্ত রাম-নাম হয়। পুরাণে আরও বলিয়াছেন যে, বৈদগ্ধীসারসর্ব্বস্ব মূর্ত্তিলীলাধিদেবতা যিনি শ্রীরাধার সহিত নিত্যরমমাণ তিনিই রামশব্দবাচ্য কৃষ্ণ। ভজনক্রিয়াবিচারে প্রত্যেক প্রযুক্ত নামের অর্থ প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীরাধায়াশ্চিত্তাকৃষ্য রমতি ক্রীড়তি ইতি রামঃ। রামশব্দস্যসম্বোধনে রাম ॥ শ্রীগোপাল গুরুঃ।

এই 'হরেকৃষ্ণে'তি নামাবলী প্রেমারুরুক্ষু ভক্তগণ সংখ্যা করিয়া কীর্ত্তন-স্মরণ করেন। কীর্ত্তন-স্মরণ-কালে নামার্থদ্বারা অপ্রাকৃত স্বরূপের নিরন্তর অনুশীলন করিতে করিতে অতি শীঘ্র সকল অনর্থ দূর হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হয়। নামাভাসের সহিত নিরন্তর নাম-জল্পনার দ্বারা শুদ্ধচিত্তে স্বভাবতঃ অপ্রাকৃত নাম উদিত হন (৪)।

সংখ্যা নাম

নাম-গ্রহণকারী দ্বিবিধ। অর্থাৎ সাধক ও সিদ্ধ। সাধক আবার দুইপ্রকার প্রাথমিক ও প্রাত্যহিক। এতদতিরিক্ত নিত্যসিদ্ধগণ দেহের সম্বন্ধে সিদ্ধ। প্রাথমিক সাধকগণ নাম-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে নাম-কীর্ত্তনের নৈরন্তর্য্য লাভ করেন। নৈরন্তর্য্য লাভ করিয়া প্রাত্যহিক হইয়া পড়েন। প্রাথমিক

দ্বিবিধ নামগ্রহণকারী

---

(৪) স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥ উপদেশামৃতে

সাধকদিগের অবিদ্যাপিত্তোপতপ্ত রসনায় নামে রুচি থাকে না। নিরন্তর নাম তুলসীমালায় সংখ্যা করিতে করিতে নৈরন্তর্য্য-সিদ্ধি বা সাধক ও সিদ্ধি প্রাত্যহিক অবস্থায় নামে একটু আদর হয়। এ অবস্থায় নাম উচ্চারণ রহিত হইয়া থাকিতে ভাল লাগে না। আদরের

তত্র ভক্তো দ্বিবিধঃ সাধকঃ সিদ্ধশ্চ। সাধকো দ্বিধা—প্রাথমিকঃ প্রাত্যহিকশ্চ। দেহেন সিদ্ধো নিত্যসিদ্ধঃ। তত্র প্রাথমিকো নিজচিত্তশুদ্ধ্যার্থং জপতি,—হে হরে, মচ্চিত্তং হৃত্বা ভববন্ধনান্মোচয়। ১। হে কৃষ্ণ, মচ্চিত্তমাকৃষ। ২। হে হরে, স্বমাধুর্য্যেন মচ্চিত্তং হর। ৩। হে কৃষ্ণ, স্বভক্তদ্বারা ভজনজ্ঞান-দানেন মচ্চিত্তং শোধয়। ৪। হে কৃষ্ণ, নামরূপগুণ-লীলাদিষু মন্নিষ্ঠাং কুরু। ৫। হে কৃষ্ণ, রুচির্ভবতু মে। ৬। হে হরে, নিজসেবাযোগ্যং মাং কুরু। ৭। হে হরে, স্বসেবামাদেশয়। ৮। হে হরে, স্বপ্রেষ্ঠেন সহ স্বাভীষ্টলীলাং শ্রাবয়। ৯। হে রাম, প্রেষ্ঠয়া সহ স্বাভীষ্টলীলাং মাং শ্রাবয়। ১০। হে হরে, স্বপ্রেষ্ঠেন সহ স্বাভীষ্টলীলাং মাং দর্শয়। ১১। হে রাম, প্রেষ্ঠয়া

সহিত নিরন্তর নাম করিতে করিতে নামে পরমস্বাদ জন্মে। তৎকালে পাপ, পাপবীজ যে পাপবাসনা ও ঐসকলের মূল যে অবিদ্যাভিনিবেশ, তাহা স্বয়ং দূর হয়। প্রাথমিক অবস্থায় নিরপরাধে নাম করিবার চেষ্টা ও আগ্রহ নিতান্ত আবশ্যক। তাহা কেবল দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ও সাধুসঙ্গে সদ্ধর্ম্ম শিক্ষাদ্বারাই ঘটিতে পারে (৫) প্রাথমিক অবস্থাটী কাটিয়া গেলে,

---

সহ স্বাভীষ্টলীলাং মাং দর্শয়। ১২। হে রাম, নামরূপগুণলীলাস্মরণাদিষু মাং যোজয়। ১৩। হে রাম, তত্র মাং নিজসেবাযোগ্যং কুরু। ১৪। হে হরে মাং স্বাঙ্গীকৃত্য রমস্ব। ১৫। হে হরে ময়া সহ রমস্ব। ১৬।

পুনঃ পুনঃ সুদৃঢ়াভ্যাসজন্যসংস্কারেণ নৈসর্গিকঃ প্রাত্যহিকঃ সাধকঃ সিদ্ধানুগো মনসি স্যাদিতি।

শ্রীগোপালগুরুঃ।

(৫) তথাপি সঙ্গং পরিবর্জনীয়ো
গুণেষু মায়ারচিতেষু তাবৎ।
মদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়েন যাবদ্
রজো নিরস্যেত মনঃ কষায়ঃ॥

ভাঃ ১১।২৮।২৭

সৎসঙ্গে কৃষ্ণনাম

নৈরন্তর্য্যক্রমে নামে রুচি ও জীবে দয়া স্বভাবতঃ বৃদ্ধি হয়। কর্ম্ম-জ্ঞান বা যোগাদির সাহায্য এই বিষয়ে প্রয়োজন নাই। সেই সকল কার্য্য যদি তখন প্রবল থাকে, তবে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহদ্বারা তাহারা নাম-সাধকের উপকার করে। নির্ব্বন্ধিনী মতির সহিত তদীয় সঙ্গে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে স্বল্পকালেই চিত্তশুদ্ধি ও অবিদ্যানাশ প্রক্রিয়া উপস্থিত হয়। অবিদ্যা যত নষ্ট হয়, ততই যুক্ত-বৈরাগ্য ও সম্বন্ধজ্ঞান আসিয়া চিত্তকে অতি নির্ম্মল করে। সমস্ত বিদ্বন্-মণ্ডলীতে ইহার পরীক্ষা বার বার হইয়াছে।

নামগ্রহণের সময় নামের স্বরূপ-অর্থ আদরে অনুশীলনপূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকট সক্রন্দন-প্রার্থনা করিতে

যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা
ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্যমন্ত্যং
যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্ম্মঃ॥

ভাঃ ১।১৮।২২

নামের নিকট সক্রন্দন প্রার্থনা

করিতে কৃষ্ণকৃপায় ক্রমশঃ ভজনের উর্ধ্বগতি হয়। এইরূপ না করিলে কর্ম্মি-জ্ঞানীদিগের ন্যায় সাধনের বহুজন্ম অতীত হইয়া যায়।

ভজনে প্রবৃত্তজনগণ দুইভাগে বিভক্ত হ'ন অর্থাৎ তন্মধ্যে কেহ কেহ ভারবাহী ও কেহ কেহ সারগ্রাহী।

ভারবাহী ও সারগ্রাহী

যাহারা ভুক্তিমুক্তিকামী এবং জড়ীয় সংসারে আসক্ত, তাহারা ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষচেষ্টার ভারে ভারাক্রান্ত। তাহারা সারবস্তু যে প্রেম, তাহা জানিতে পারে না। সুতরাং ভারবাহিগণ বহু-চেষ্টা করিয়াও বহুযত্নে ভজনোন্নতি লাভ করে না। সার-গ্রাহিগণ প্রেমতত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অতি শীঘ্র বাঞ্ছনীয় স্থল প্রাপ্ত হন। তাঁহারাই প্রেমারুরুক্ষু। তাঁহারই অতি শীঘ্র প্রেমারূঢ় হন বা সহজ পরমহংস হন। যদি কখন সাধুসঙ্গে ভারবাহী সার-বস্তুতে আদর করিতে শিক্ষা করেন, তখন তিনি অতি শীঘ্র প্রেমারুরুক্ষু হইয়া পড়েন (৬)।

বহু জন্মের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবলে ভক্তিপথে শ্রদ্ধা হয়। সেই শ্রদ্ধা ভক্তসঙ্গে রুচি প্রদান করে। শুদ্ধভক্তের সঙ্গে ভজনাদি করিলে প্রেমোন্মুখী সাধনভক্তি উদিত হয়।

শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গ

শুদ্ধভক্তের কৃপায় সাধনপ্রণালী গ্রহণ করিলে অল্পেই প্রেমারুরুক্ষু হইয়া পড়েন। শ্রভক্ত বা ভক্ত আভাসের সঙ্গে ভজনশিক্ষা করিলে প্রেম অনেক দূরে থাকেন। একান্ত হইতে পারেন না। এই অবস্থায় অনর্থ প্রবল থাকিয়া শুদ্ধভক্তের প্রতি আদর করিতে দেয় না। কুটিলতা আসিয়া হৃদয়কে কপট করে। এই অবস্থায় সাধকগণ প্রায়ই কনিষ্ঠাধিকারিভাবে বহুজন্ম অতীত করেন। কনিষ্ঠের শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাহা বড়ই কোমল, সর্ব্বদা লৌল্যদ্বারা পরিচালিত। তাঁহাদের সেইপ্রকারই গুরু ও সাধুসঙ্গ হয়। তাঁহাদের

---

(৬) তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥

ভাঃ ২।৭।৪৬

হৃদয়ের চাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য আগমমার্গে গুরুর নিকট হইতে অর্চ্চনশিক্ষা হইয়া থাকে। অনেককাল অর্চ্চন করিতে করিতে নামের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। নামে শ্রদ্ধা হইলে শুদ্ধ সাধুসঙ্গে নামভজনে প্রবৃত্তি হয় (৭)।

প্রথম হইতেই যে সকল সৌভাগ্যবান্ পুরুষের কৃষ্ণনামে অনন্যশ্রদ্ধা থাকে. তাঁহাদের পক্ষে প্রক্রিয়া পৃথক্। তাঁহারা কৃষ্ণকৃপায় নামতত্ত্ববিদ্‌গুরুকে আশ্রয় করেন। (৮) নামতত্ত্ববিৎ গুরুর

নামতত্ত্ববিৎ গুরুপদাশ্রয় অধিকার শ্রীমহাপ্রভু নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। (৯) নামতত্ত্বে

---

(৭) ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ। তত্র বিশেষেণ নমঃ সর্ব্বাদ্যলঙ্কৃতাঃ শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চাহিতশক্তি-বিশেষাঃ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নির-পেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থফলপর্য্যন্তদানসমর্থানি। নামতঃ মন্ত্রেষু অধিকসামর্থ্যমলব্ধম্। তত্রাপি প্রায়ঃ স্বভাবতঃ দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্যশালিনাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎ সংকোচীকরণায় মন্ত্রদীক্ষা এব কর্ত্তব্যা অর্চ্চনমার্গে শ্রদ্ধা চেৎ। ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৪ অনু

দীক্ষাগুরুর আবশ্যকতা না থাকিলেও নামতত্ত্বগুরু স্বতঃসিদ্ধ। নামাক্ষর সর্ব্বত্র লাভ হইতে পারে ; কিন্তু তাহাতে যে নিগূঢ় তত্ত্ব আছে, তাহা বিশুদ্ধভক্তগুরু-কৃপাতেই উদ্ঘাটিত হয়। গুরুকৃপাতেই নামাভাসদশা দূর হয় এবং নামাপরাধ হইতে রক্ষা হয়।

---

(৮) বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্বিষ্ণুবদ্গুরুম্।
পূজয়েদ্বাঙ্মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥
শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্যঃ স সদৈব হি।
কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ॥
স্বরূপমত্র নামরূপগুণলীলাত্মকং ভগবৎস্বরূপং চিন্ময়ম্।

(৯) কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥
চৈ, চ, মধ্য ৮।১২৭.

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুদ্ঘাটনং চাংহসা-
মাচাণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥
শ্রীধরস্বামী

নামভজনকারী পুরুষ প্রথম হইতেই মধ্যম অধিকারী। যেহেতু তাঁহারা নামস্বরূপ অবগত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের নামাভাস প্রায় হয় না। তাঁহারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রেমারুরুক্ষু। নামাভাস কৃষ্ণ প্রেম, শুদ্ধবৈষ্ণবে মৈত্রী, কোমলশ্রদ্ধবৈষ্ণবে কৃপা এবং জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধ ভগবচ্ছ্রীমূর্ত্তিবিদ্বেষিগণের প্রতি উপেক্ষা করাই তাঁহাদের ধর্ম্মব্যবহার। কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণব তারতম্যবিচার করিতে না পারায় সময়ে সময়ে বড় শোচনীয় হন। (১০) মধ্যমাধিকারী প্রেমারুরুক্ষু ভক্ত ত্রিবিধ বৈষ্ণবের প্রতি ত্রিবিধ ব্যবহার দ্বারা অতিশীঘ্র প্রেমারূঢ় বা উত্তমভক্ত হইয়া উঠেন। (১১) মধ্যমাধিকারী ভক্তই সঙ্গযোগ্য পুরুষ।

---

(১০) অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥
ভা ১১।২।৪৭

(১১) ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিসেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥
ভা ১১।২।৪৬

প্রেমারুরুক্ষু মধ্যমাধিকারী ভক্ত নামসংখ্যা করিতে করিতে রাত্রদিবসে তিনলক্ষ নাম করেন। নামে এত আনন্দ হয় যে, নাম ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। শয়নাদিসময়ে সংখ্যানাম হয় না বলিয়া শেষে অসংখ্য নাম করিতে থাকেন। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী যেরূপ শ্রীনামের অর্থ করিয়াছেন, সেইরূপ অর্থ ভাবনা করিতে করিতে নরস্বভাবের যে সকল অনর্থ আছে, তাহার ক্রমশঃ উপশম হইয়া নামের পরমানন্দময় স্বরূপ-সাক্ষাৎকৃতি হইতে থাকে। (১২) নামের স্বরূপ স্পষ্ট উদিত হইলে কৃষ্ণের চিন্ময়রূপ

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দানি-শূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা ॥

উপদেশামৃতে ॥

(১২) যত্তত্ত্বং শ্রীবিগ্রহরূপেণ চক্ষুরাদাবুদয়তে, তদেব নামরূপেণ বাগাদাবিতি স্থিতম্। তস্মান্নাম-নামিনোঃ স্বরূপাভেদেন তৎসাক্ষাৎকারে তৎসাক্ষাৎ-কার এব। ভগবৎসন্দর্ভ ১০১

নামের স্বরূপের সঙ্গে ঐক্যরূপে উদিত হয়। যত নাম শুদ্ধরূপে উদিত হইয়া রূপসাক্ষাৎকৃতির সহিত ভজন হইতে থাকে, ততই প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ চিত্তে বিলুপ্ত হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ অপ্রাকৃত কৃষ্ণগুণ-সকল উদিত হন। নাম-রূপ-গুণ—তিনের ঐক্যে যত বিশুদ্ধ ভজন হইতে থাকে, ততই সহজসমাধি-যোগে অমল চিত্তে কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণলীলার স্ফূর্তি হয়। সংখ্যাযুক্ত বা অসংখ্য নাম জিহ্বায় কীর্তিত হয়, মনশ্চক্ষে কৃষ্ণরূপ দৃষ্ট হয়, চিত্তে কৃষ্ণগুণগণ লক্ষিত হয় এবং সমাধিস্থ আত্মায় কৃষ্ণলীলা আসিয়া প্রস্ফুটিত হয় (১৩)। সাধকের পাঁচটী দশা ইহাতে লক্ষিত হয়।

১। শ্রবণ-দশা। ২। বরণ-দশা। ৩। স্মরণ-

---

(১৩) "প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্ শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পাদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণস্ফুরিতেষ্বেব লীলানাং স্ফুরণং ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্তনস্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ম্ ॥" ভক্তিসন্দর্ভ ২৫৬ অনু

দশা। ৪। আপন-দশা। ৫।

সাধকের পঞ্চবিধ দশা

প্রাপণ-দশা (১৪) সুযোগ্য গুরুর নিকট যে সাধন ও সাধ্যবিষয় শ্রবণ করা যায়, তৎকালে যে সুখময় দশা হয়, তাহাকে শ্রবণ-দশা বলা যায়।

১। শ্রবণ-দশা।

নামাপরাধ-শূন্য নাম-গ্রহণ-সম্বন্ধে যত কথা আছে (১৫) এবং নাম-গ্রহণ

---

(১৪) এবং নামাশ্রিতো বিদ্বান্ শ্রবণাদিদশাক্রমাৎ।
লভেৎ কৃপাবলাদ্বিষ্ণোর্বস্তুসিদ্ধিং সতাং পরাম্ ॥
সুযোগ্যদেশিকাদ্ যদ্‌যৎ সাধ্যস্য সাধনস্য চ।
তত্ত্বাদিশ্রবণং তদ্ধি শ্রবণং কীর্ত্ত্যতে বুধৈঃ ॥
সাধ্য-সাধনয়োঃ শ্রুত্বা তত্ত্বমাত্মনিবেদনম্।
শ্রীগুরোশ্চরণে যত্তু তদেব বরণং স্মৃতম্ ॥
স্মৃতি-ধ্যান-ধারণা চ ধ্রুবানুস্মৃতিরেব হি।
সমাধিরিতি নামাদেঃ স্মরণং পঞ্চধা স্মৃতম্ ॥
স্বরূপসিদ্ধিমাপন্নং স্মরণং হ্যাপনং ভবেৎ।
তথাপি বর্ত্ততে দেহং স্থূললিঙ্গস্বরূপকম্ ॥
যদা কৃষ্ণেচ্ছয়া লিঙ্গভঙ্গ এব ভবেৎ কিল।
তদা তু বস্তুসম্পত্তিসিদ্ধিরেব সুনির্ম্মলা ॥

শ্রীধ্যানচন্দ্রঃ

করিবার প্রণালী ও যোগ্যতাসমুদয় শ্রবণদশায় লাভ হয়। তাহাতেই নামের নৈরন্তর্য্যসিদ্ধি উদিত হয়।

যোগ্য হইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট নামপ্রেমগ্রথিত মালা পাওয়া যায় অর্থাৎ শিষ্য

২। বরণ-দশা। পরম-সন্তোষে শ্রীগুরুচরণে শুদ্ধ-ভজনাঙ্গীকাররূপ বরণ গ্রহণ করেন এবং শ্রীগুরুর নিকট শক্তিসঞ্চার প্রাপ্ত হন, তাহারই নাম বরণদশা।

স্মরণ, ধ্যান, ধারণা, ধ্রুবাধুস্মৃতি ও সমাধি—এই পাঁচটী নামস্মরণের প্রক্রিয়া।

৩। স্মরণ-দশা। নামস্মরণ, রূপস্মরণ, গুণধারণা, লীলার ধ্রুবানুস্মৃতি এবং লীলা-প্রবেশ কৃষ্ণরসে মগ্ন হওয়া-রূপ সমাধি—এই সমস্ত ক্রম হইলে আপন-দশা উপস্থিত

৪। আপন দশা। হয়। স্মরণ ও আপনে অষ্টকাল

---

(১৫) যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্ ॥ ভাঃ ১১।১৪।২৬

স্বরূপসিদ্ধ ভক্তগণই পরমহংস

কৃষ্ণনিত্যলীলা সাধন হয় এবং তাহাতে গাঢ় অভিনিবেশ (১৬) হইলে স্বরূপসিদ্ধি হয়। স্বরূপ-সিদ্ধ ভক্তগণই—সহজ পরমহংস।

প্রাপণ-দশা

পরে কৃষ্ণকৃপা হইলে দেহবিগমন-সময়ে বস্তুতঃ সিদ্ধদেহে ব্রজলীলার পরিকর হওয়ার নাম বস্তুসিদ্ধি। ইহাই নামভজনের চরম ফল।

---

(১৬) মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥
(ভা ১১।২৯।৩৪)

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ॥ ভা ৮।৩।২০
ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।

প্রেমারুরুক্ষু সকলেই কি গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন? উত্তর এই যে, গৃহস্থাশ্রমই হউক বা বানপ্রস্থই হউক অথবা সন্ন্যাসই হউক, যে আশ্রম তৎকালে প্রেমারুরুক্ষু ব্যক্তি প্রেমসাধনের অনুকূল বলিয়া জানিবেন, সেই আশ্রমে বসিয়া তিনি ভজন করিবেন। যাহাকে প্রতিকূল দেখিবেন সেই আশ্রম তিনি তৎকালে পরিত্যাগ করিবেন (১৭)। শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীরামানন্দ প্রভৃতি ভগবৎপার্ষদগণের চরিত্র আলোচনীয়। তাঁহারা সকলেই সহজপরমহংস। গৃহস্থ-আশ্রমে পূর্ব্বকালে ঋভু প্রভৃতি অনেকের এইরূপ পারমহংস্য দেখা যায়। পক্ষান্তরে, গৃহস্থ-আশ্রমকে ভজনের প্রতিকূল দেখিয়া শ্রীরামানুজস্বামী, শ্রীস্বরূপদামোদর

অবিচ্যুতোহর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্॥ ভাঃ ১।৫।২২

(১৭) ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাদ্
যতঃ স আস্তে সহষট্‌সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য
গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যম্॥ ভাঃ ৫।১।১৭

গোস্বামী, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী মহোদয়গণ গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥"

"শ্রীরাধার ভাবে যিনি সুবর্ণ-বরণ ।
সাঙ্গোপাঙ্গে নবদ্বীপে যাঁর সংকীর্ত্তন ॥
কলিতে উপাস্য সেই কৃষ্ণ-গৌরহরি ।
নবধা ভক্তিতে তাঁর উপাসনা করি ॥"